দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

পিটিয়ে ছাত্রহত্যা ॥ ঘটনা বুয়েটে ॥ ৬ ছাত্রলীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৯

প্রকাশিত: ০৮ - অক্টোবর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে বুয়েটের ছাত্রলীগের ৬ নেতাসহ নয় জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এবং কাশ্মীর ইস্যুতে মিথ্যা ও সরকারবিরোধী নেতিবাচক প্রচার কেন্দ্র করেই আবরার হত্যার ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রাথমিক তদন্তে এমনই তথ্য মিলেছে। রবিবার রাত তিনটায় হত্যাকান্ডের ঘটনার পর সোমবার দিনভর বুয়েট, ঢাবিসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। অপরাধীদের বিচারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে কেন্দ্রীয় ও বুয়েট ছাত্রলীগও।

৫ অক্টোবর ছাড়াও কয়েকবার তার ফেসবুক এ্যাকাউন্টে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে লেখেন আবরার। সম্প্রতি এই দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্যসহ সমালোচনা করেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, এই সমালোচনামূলক লেখার কারণ জানতে তাকে ২০১১ নম্বর কক্ষে ডাকা হয়েছিল। আবরার ফাহাদ থাকতেন শেরে-ই বাংলা হলের ১০১১ নম্বর কক্ষে। রবিবার রাত আটটার দিকে ২০১১ নং কক্ষে ডেকে নেয়া হয়। এরপর গভীর রাতে হলের সিঁড়িতে তার লাশ পাওয়া যায়। ফাহাদ কুষ্টিয়া জেলা স্কুল থেকে এসএসসি ও ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন।

যেসব তথ্য মিলছে ॥ বুয়েট শেরেবাংলা হলের একাধিক কক্ষে নিয়ে মারধরের কারণেই মারা যান শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ। গোয়েন্দা সংস্থার এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বলছে, ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার গ্রন্থনা ও গবেষণা সম্পাদক এবং মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী ইশতিয়াক মুন্নার নির্দেশেই এই হত্যাকান্ড ঘটেছে। পুলিশ বলছে, মুন্না নজরদারিতে রয়েছেন। এছাড়া এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজন ৯ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বুয়েট ও গোয়েন্দা সংস্থা সূত্র বলছে, শনিবার ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন আবরার। সেটি ইশতিয়াক মুন্নার নজরে আসে। তিনি একই হলের শিক্ষার্থী বুয়েট শাখা ছাত্রলীগ সহ-সম্পাদক আশিকুল ইসলাম বিটু, উপ-দফতর সম্পাদক মোস্তফা রাফি, উপ-সমাজসেবা সম্পাদক ইফতি মোশাররফ সকাল, উপ-আইন সম্পাদক অমিত সাহা, ক্রীড়া সম্পাদক মেজবাউল ইসলাম জিয়ন ও তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক অনিক সরকারকে বিষয়টি জানিয়ে আবরারকে ডেকে আনার নির্দেশ দেন। এরা সবাই ১৬ ও ১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে দুজন রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে আবরারকে ২০১১ নং কক্ষে ডেকে নেন।

সেখানে নেয়ার পর আবরারের কাছ থেকে মোবাইল নেয়া হয়। তার ফেসবুক মেসেঞ্জার চেকসহ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর শুরু হয় মারধর। একপর্যায়ে আবরার অচেতন হয়ে পড়লে কোলে করে মুন্নার কক্ষে (২০০৫ নং) নেয়া হয়। সেখানে অবস্থার আরও অবনতি হলে দোতলা ও নিচতলার সিঁড়ির মধ্যবর্তী জায়গায় অচেতন আবরারকে নিয়ে যান তারা। এরপর হল প্রভোস্ট ও চিকিৎসককে খবর দেয়া হয়। চিকিৎসক এসে আবরারকে মৃত ঘোষণা করেন। তখন কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেয়।

ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় সাংবাদিকদের বলেন, বুয়েট শিক্ষার্থী ফাহাদ হত্যার ঘটনায় শনাক্ত ৯ জনকে আটক করেছি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ পেয়েছি। সেটা পর্যালোচনা করছি। কৃষ্ণপদ রায় জানান, এ ঘটনায় মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আবরারের বাবা বাদী হবেন।

আটককৃতরা হলেন বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান রাসেল, সহ-সভাপতি মুস্তাকিম ফুয়াদ, সহ-সম্পাদক আশিকুল ইসলাম বিটু, উপ-দফতর সম্পাদক মুজতবা রাফিদ, উপ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইফতি মোশাররফ সকাল, উপ-আইন সম্পাদক অমিত সাহা, ক্রিয়া সম্পাদক সেফায়েতুল ইসলাম জিওন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক অনিক সরকার, গ্রন্থ ও গবেষণা সম্পাদক ইশতিয়াক মুন্সি।

সহপাঠীদের অভিযোগ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবরার লেখালেখি করতেন। এ কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত আবরার ফাহাদের বেশ কিছু ফেসবুক পোস্টের স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তার পোস্টের স্ক্রিনশট ফেসবুকে শেয়ার করে এ হত্যাকা-ের তীব্র নিন্দা ও জড়িতদের দ্রুত বিচার দাবি করা হচ্ছে।

এদিকে বুয়েটের শেরেবাংলা হলের যে রুমে আবরার ফাহাদকে হত্যা করা হয় সেখান থেকে লাঠি, ক্রিকেট খেলার স্ট্যাম্প, চাপাতিসহ বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে পুলিশ। পুলিশের ক্রাইম সিন ইউনিট, মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ, চকবাজার থানা পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।

সোমবার দুপুরে শেরেবাংলা হলের ২০১১ নম্বর রুমটি পরিদর্শন করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার কৃষ্ণপদ রায়। তিনি সাংবাদিকদের জানান, আবরারকে পিটিয়ে হত্যার আলামত পাওয়া গেছে। ঘটনাটি তদন্তে ডিবি, থানা পুলিশ কাজ করছে। যারা জড়িত তারা অবশ্যই আইনের আওতায় আসবে। তিনি বলেন, যে রুমে ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা শুনেছি, সে রুমটিতে ভিজিট করেছি। আলামত সংগ্রহ করেছি। সেগুলো পর্যালোচনা করছি। যারা জড়িত তাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী তদন্তে চলে আসবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, তদন্তে রাজনীতিক প্রভাব পড়বে না।

পুলিশ জানায়, ২০১১ নম্বর রুম থেকে পুলিশ তিনটি খালি মদের বোতল, একটি অর্ধেক ভরা মদের বোতল (পানি নাকি মদ নিশ্চিত নয়), চারটি ক্রিকেট খেলার স্ট্যাম্প, একটি চাপাতি, দুটি লাঠি উদ্ধার করেছে। স্ট্যাম্পগুলোর মধ্যে একটিতে লালচে দাগ রয়েছে। এটি শুকনা রক্তের দাগ হতে পারে বলে ধারণা পুলিশের।

তবে সকালে শিক্ষার্থীরা হল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ না দেখানোর অভিযোগ করেছেন। শিক্ষার্থীরা জানায়, যে কোন ঘটনায় হলের শিক্ষার্থীরা ফুটেজ দেখার অধিকার রাখে। আবরারের ঘটনায় আমরা ফুটেজ দেখতে চাইলে প্রথমে হল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজনকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখাতে রাজি হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা না মানলে পাঁচজনকে ফুটেজ দেখাতে রাজি হয়। ঘটনাস্থলের আশপাশের একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা থাকায় এ ঘটনার সঙ্গে আসলে কারা জড়িত তা বের করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আবরারের কক্ষের এক ছাত্র বলেন, হলে রাতে যখন আসি তখন শুনি তাকে (ফাহাদ) আমাদের ব্যাচমেটরা নিয়ে গেছে। এজন্য আমরা কিছু মনে করিনি। পরে ১৭ ব্যাচের আরাফাত আমাদের খবর দেয় যে, আবরার সিঁড়িতে পড়ে আছে। তখন আমরা গিয়ে দেখি তোশকের ওপর তার মরদেহ। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে জানতে চাইলে ওই শিক্ষার্থী বলেন, তাকে শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কাশ্মীর এবং ভারত নিয়ে স্ট্যাটাস দিতে দেখেছি। তবে মাঝে মাঝে তবলীগ জামায়াতের প্রোগ্রামে যেত।

ফাহাদকে মারধর করা হয় হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে। মারধরের সময় ওই কক্ষে উপস্থিত ছিলেন বুয়েট ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক আশিকুল ইসলাম বিটু। তিনি বলেন, ফাহাদকে শিবির সন্দেহে রাত ৮টার দিকে হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে ডেকে আনা হয়। সেখানে আমরা তার মোবাইলে ফেসবুক ও মেসেঞ্জার চেক করি। ফেসবুকে বিতর্কিত কিছু পেজে তার লাইক দেয়ার প্রমাণ পাই। সে কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগও করেছে। শিবির সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাই। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বুয়েট ছাত্রলীগের উপ-দফতর সম্পাদক ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মুজতবা রাফিদ, উপ-সমাজসেবা সম্পাদক ইফতি মোশাররফ সকাল, উপ-আইন সম্পাদক অমিত সাহা।

পরবর্তীতে প্রমাণ পাওয়ার পরে চতুর্থ বর্ষের ভাইদের খবর দেয়া হয়। খবর পেয়ে বুয়েট ছাত্রলীগের ক্রীড়া সম্পাদক মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক অনিক সরকার সেখানে আসেন। একপর্যায়ে আমি রুম থেকে বের হয়ে আসি। পরে রাত ৩টার দিকে শুনি ফাহাদ মারা গেছে।

এদিকে ঘটনাস্থলে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন ফাহাদের আত্মীয়স্বজনরা। তার ফুপাতো ভাই ইফতেখার জনকণ্ঠকে বলেন, ফাহাদের কোন ধরনের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না। কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়, কেন তাকে মরতে হবে? আমাদের পরিবার কেউ কোন পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িত না। আর সে যদি শিবির করত, তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শাস্তি দিত। ছাত্রলীগ কেন পিটিয়ে মারবে?

ফাহাদের বোন সানজিদা জানান, ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে তার পরিবারের অনেকে জ্ঞান হারিয়েছেন। সে কোন রাজনৈতিক সংগঠন তো দূরের কথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত না। আমাদের পরিবারের কেউ-ই পলিটিক্স করে না। ফাহাদের খালাতো ভাই তালহা বলেন, সে খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল। এই ছেলেকে কেউ এভাবে হত্যা করবে বিশ্বাস করতে পারছি না।

রক্তক্ষরণে আবরারের মৃত্যু ॥ বাঁশ বা স্ট্যাম্প দিয়ে পেটানো হয়ে থাকতে পারে বুয়েটছাত্র আবরার ফাহাদকে। এর ফলেই রক্তক্ষরণ বা পেইনের (ব্যথা) কারণে ফাহাদের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন ঢামেক ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ মোঃ সোহেল মাহমুদ। সোহেল মাহমুদ বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ফাহাদের হাতে, পায়ে ও পিঠে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই আঘাতের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। আঘাতের ধরন দেখে মনে হয়েছে ভোঁতা কোন জিনিস যেমন, বাঁশ বা স্ট্যাম্প দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তবে তার মাথায় কোন আঘাত নেই। কপালে ছোট একটি কাটা চিহ্ন রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তার শরীরে বিশেষ কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। হাতে, পায়ে ও পিঠে আঘাতের স্থানে রক্তক্ষরণ ও পেই নেই তার মৃত্যু হয়েছে। ঢামেক মর্গের সামনে নিহত আবরার ফাহাদের মামাতো ভাই জহুরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ফাহাদ কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল না। সে কুষ্টিয়া জেলা স্কুল থেকে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে ঢাকায় নটরডেম কলেজে ভর্তি হয়। সেখান থেকে এইচএসসিতেও জিপিএ-৫ পায়। পরে বুয়েটে ভর্তি হয়।

জহুরুল আরও বলেন, ফাহাদের মরদেহ গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে মরদেহ দাফন করা হবে। আবরারের বাবা-মা এখনও ঢাকায় পৌঁছায়নি। তারা এলে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে।

বুয়েটের তদন্ত কমিটি ॥ আবরার হত্যার পর চকবাজার থানায় সকালেই সাধারণ ডায়েরি করেছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ। তার ভিত্তিতেই কাজ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এছাড়া সন্ধ্যায় ছয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ১০ কর্ম দিবসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। বুয়েট প্রশাসন বলেছে, বিষয়টি এখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে। এ কাজে সব রকম সহায়তা করছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ।

আবরার ফাহাদ ইলেক্ট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, উপাচার্য স্যার ক্যাম্পাসে সময় দেন না। কয়েকদিন আগেও তার কর্মকা-ের কারণে আন্দোলন হয়েছে। কয়েকদিন আগে শিক্ষার্থীদের র‌্যাগিংয়ের শিকার হতে হয়েছে। এসব ঘটনায় উপাচার্যকে পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। তার কারণে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। এত বড় ঘটনার পরও বেলা ১১টার আগে তিনি ক্যাম্পাসে না আসায় প্রতিবাদ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের একজন রাহাদ বলছিলেন, এমন একটি হত্যাকা-ের পর এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসেননি। এছাড়া মুঠোফোনে কল দিলেও কল ধরছেন না তিনি। দুপুর ১২টার দিকে শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে উপাচার্যকে মোবাইল ফোনে কল দেন প্রাধ্যক্ষ। তখন উপাচার্যের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) কল রিসিভ করে উপাচার্য অসুস্থ বলে জানায়।

প্রতিবাদ বিক্ষোভ ॥ আবরার ফাহাদকে হত্যার প্রতিবাদে সকাল থেকেই রাস্তায় নেমেছেন শিক্ষার্থীরা। বুয়েট শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ ছাড়াও বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজু ভাস্কর্যের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ

মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলে ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রফ্রন্টের নেতাকর্মী, ঢাবি ও বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাড়াও ছাত্রদলের নেতাকর্মী অংশ নেন। মিছিলে তারা এ হত্যাকা-র সঙ্গে ছাত্রলীগ জড়িত উল্লেখ করে স্লোগান দেন। একই সঙ্গে মিছিলপূর্ব এক সমাবেশে আবরার ফাহাদ হত্যাকা- জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

‘বিজেপির দালালরা: হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই; আবরার হত্যার ফাঁসি চাই’, ‘ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হুঁশিয়ার সাবধান,’ ‘হলে হলে দখলদারিত্ব; বন্ধ কর, করতে হবে’, ‘সিসিটিভি ফুটেজ গায়েব কেন? প্রশাসন জবাব চাই’ বিক্ষোভে প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজারো শিক্ষার্থী আবরার হত্যার বিচারের দাবিতে এভাবে স্লোগান দেন। বিক্ষোভে কয়েকজন শিক্ষকও উপস্থিত ছিলেন।

গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র (একাংশ) ইমরান এইচ সরকার তার ফেসবুক পেজে আবরার ফাহাদের মরদেহের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘রুম থেকে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে মেরেই ফেললো! জীবন এই দেশে এত সস্তা? বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদের খুনীদের বিচার চাই।

দেশের সব শিক্ষার্থী ও নাগরিকের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, এই খুনের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হোন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নূর নিহত আবরারের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘আইনের শাসন না থাকায় ক্ষমতার দম্ভে যাচ্ছে তাই হচ্ছে!!!’

এদিকে আবরার ফাহাদের হত্যাকারীদের বিচার দাবিতে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ইসলামী বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

জনকণ্ঠের ইবি সংবাদদাতা জানিয়েছেন, তিনটায় বিশ^বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে মহাসড়ক অবরোধ করে তারা। আবরার হত্যার প্রতিবাদে দুপুর আড়াইটার দিকে ক্যাম্পাসের জিয়া হল মোড় থেকে মিছিল বের করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি বিভিন্ন হলের সামনে দিয়ে প্রদক্ষিণ করে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের বাইরে কুষ্টিয়া-খুলনা মহসড়কে গিয়ে অবস্থান নেয়। এ সময় গাড়ি চলাচল বন্ধ হলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে বলে জানা যায়।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন- ও. কাদের ॥ আবরার ফাহাদ হত্যার বিষয়ে তদন্ত চলছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, তদন্তে যারাই অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। সচিবালয়ে সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাদের আরও বলেন, অপরাধী যেই হোক, আইন নিজস্ব গতিতে চলবে। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে দেশ বিক্রিও তো বলে ফেলছে বিএনপি, তাই বলে বিএনপি নেতাদের কী আমরা মেরে ফেলব? কোনো আবেগ ও হুজুগে কারা (আবরার ফাহাদকে হত্যা) করেছে, তাদের অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই তদন্ত চলছে।

এদিকে এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। হত্যার ঘটনায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দুই সদস্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোমবার কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। হত্যার ঘটনায় দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে ছাত্রলীগ। কমিটির সদস্যরা হলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ইয়াজ আল রিয়াদ ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসিফ তালুকদার। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় দফতর সেলে জমা দেয়ার জন্য বলা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বুয়েটে সাম্প্রতিক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ পরিবার নিন্দা জানাচ্ছে। ছাত্রলীগ কখনও কোন হত্যাকান্ডের রাজনীতি বিশ্বাস ও সমর্থন করে না। এতে ফাহাদের পরিবার ও সহপাঠীদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। এ ঘটনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

সোমবার মধুর ক্যান্টিনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের এক সংবাদ সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় বলেন, এ ঘটনায় ছাত্রলীগের কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশনার বরাত দিয়ে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বলেন, কোন অন্যায়কারীকে ছাত্রলীগ প্রশ্রয় দেয় না। ছাত্রলীগের প্রত্যেকটি নেতাকর্মী অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মেনে চলবে।

আল নাহিয়ান খান জয় জানান জনকণ্ঠকে বলেন, অনেক সময় অতি উৎসাহী কিছু নেতাকর্মী ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য এ ধরনের কার্যক্রমে লিপ্ত হন। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এ ধরনের কার্যক্রম কোনভাবে সমর্থন করা হবে না। তদন্ত করে সে অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জামিউশ সানি। তিনি জনকণ্ঠকে বলেছেন, রাতে খবর পাওয়ার পরই আমি সেখানে (ঘটনাস্থল) যাই। কয়েকজন তাকে ওই রুমে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে মারধর করা হয়েছে বলে শুনেছি। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমন একটি ঘটনায় ছাত্রলীগের কর্মীরা জড়িত থাকতে পারে- এমন ভাবাও কষ্টের। এটা খুবই ন্যক্কারজনক।তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এখানে ছাত্রলীগের ছেলে হিসেবে নয়, অপরাধী যে-ই হোক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গ্রেফতার ও বিচার দাবি জামায়াতের ॥ আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ডাঃ শফিকুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এ ঘটনার নিন্দা জানানোর কোন ভাষা নেই। আবরার ফাহাদ হত্যার সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগের সব সন্ত্রাসীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।